বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহুরে সমাজ

প্রশ্ন ▶ ১

ছক 'ক'	ছক 'খ'
১. অপেক্ষাকৃত স্থায়ী, আধুনিক এবং তুলনামূলক গতিময় জীবন পদ্ধতির সূচনা করে।	১. কৃষিনির্ভর পেশার প্রাধান্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।
২. সভ্যতার একটি অনিবার্য অনুষঙ্গ।	২. ক্ষুদ্রায়তনেরও কম বসতিপূর্ণ।
৩. অধিকাংশ আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, সভ্যতা ও সংস্কৃতির লীলাভূমি।	৩. শ্রম বিভাজনের ভিত্তি মূলত বয়স ও লিঙ্গভিত্তিক।

◀ *শিখনফল- ১ ও ২*

ক. সভ্যতার একটি অনিবার্য অনুষঙ্গ কী? ১

খ. গ্রামীণ সমাজের বৈশিষ্ট্য লেখ। ২

গ. ছক 'ক' এ কীরূপ সমাজের ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ছক 'খ' এ বর্ণিত সমাজের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরো। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক সভ্যতার একটি অনিবার্য অনুষঙ্গ শহর বা নগর।

খ গ্রামীণ সমাজ হলো ক্ষুদ্রায়তনের ও কম বসতিপূর্ণ যেখানে মুখোমুখি মিথস্ক্রিয়া ব্যাপক হারে চলে।

গ্রামীণ সমাজে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের সুযোগ সীমিত। পরিবার ও জ্ঞাতিতত্ত্ব সর্বত্র বিরাজমান ও বহুক্রিয়ামুখী। উৎপাদনের উপায় যান্ত্রিকভাবে সহজ এবং শ্রম বিভাজনের ভিত্তি মূলত বয়স ও লিঙ্গভিত্তিক। চাষাবাদ হলো প্রথাগত শ্রমকেন্দ্রিক ও প্রধানত মানবশক্তির সরবরাহের ওপর নির্ভরশীল।

গ ছক 'ক' এ শহুরে সমাজের ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে।

সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, নগর বা শহুরে জীবন মানুষের আদিম, গতিহীন ও অসহায় জীবনের পরিবর্তনের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী, আধুনিক এবং তুলনামূলক গতিময় জীবন পদ্ধতির সূচনা করে। অনুরূপভাবে ছক 'ক' এ বর্ণিত সমাজের ক্ষেত্রেও দেখা যায় এরূপ সমাজ অপেক্ষাকৃত স্থায়ী, আধুনিক এবং তুলনামূলক গতিময় জীবন পদ্ধতির সূচনা করে। এছাড়া ছক 'ক' এ বর্ণিত সমাজ সভ্যতার একটি অনুষঙ্গ যা শহুরে সমাজকে নির্দেশ করে। কেননা আমরা জানি, নগর বা শহর হচ্ছে সভ্যতার একটি অনিবার্য অনুষঙ্গ। আবার ছক 'ক' এ বর্ণিত সমাজের ক্ষেত্রে দেখা যায়, অধিকাংশ আধুনিক সমাজবিজ্ঞানী এরূপ সমাজকে সভ্যতা ও সংস্কৃতির লীলাভূমি বলেছেন যা শহুরে সমাজের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

শহুরে সমাজের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, আধুনিক অধিকাংশ সমাজবিজ্ঞানী শহুরে সমাজের শুধু প্রশংসাই করেন নি, তারা শহুরে জীবনবিরোধী লেখকদের কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন। তাদের মতে, শহর হলো সভ্যতা ও সংস্কৃতির লীলাভূমি।

ঘ ছক 'খ' এ বর্ণিত সমাজ হলো গ্রামীণ সমাজ।

ছক 'খ' এ বর্ণিত সমাজের ক্ষেত্রে দেখা যায়, সমাজটি কৃষিনির্ভর পেশার প্রাধান্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং এটি ক্ষুদ্রায়তনেরও কম বসতিপূর্ণ। এছাড়া উক্ত সমাজে শ্রম বিভাজনের ভিত্তি মূলত বয়স ও লিঙ্গভিত্তিক যা গ্রামীণ সমাজের ধারণার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কেননা গ্রামীণ সমাজের ক্ষেত্রেও কৃষিনির্ভর পেশার প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। এছাড়া গ্রামীণ সমাজ ক্ষুদ্রায়তনেরও কম বসতিপূর্ণ হয় এবং সেখানেও শ্রম বিভাজনের ভিত্তি মূলত বয়স ও লিঙ্গভিত্তিক হয়ে থাকে।

এ সমাজে কৃষিনির্ভর পেশার প্রাধান্য থাকে। জনগোষ্ঠীর মধ্যে উচ্চ ঘনিষ্ঠতা ও হৃদ্যতা বিরাজ করে স্তরবিন্যাসের আধিক্য কম থাকে। কর্মীর কর্মস্থলের খুব কাছে বাসস্থান হয়। জনসংখ্যার ঘনত্ব কম থাকে। সদস্যদের প্রতিবেশী সবাই একই পেশায় নিযুক্ত থাকে। সামাজিক গতিশীলতার হার কম থাকে। সামাজিক অসমতার মাত্রা কম এবং সামাজিক পরিবর্তনের গতি বা হার কম থাকে।

প্রশ্ন ▶ ২ রশিদ মিয়া একজন ধনী কৃষক ও স্বনামধন্য মাতব্বর। সোনাপুর মৌজায় তার অনেক জমিজমা রয়েছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাস করলেও তিনি সন্তান-সন্ততিদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন। তার বড় ছেলে মনির ঢাকার একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির মালিক। এছাড়াও মনিরের দশ তলা বিশিষ্ট দুটি বাড়ি আছে।

◀ *শিখনফল: ৪*

ক. কত সালে 'বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড' গঠন করা হয়? ১

খ. শব্দ দূষণ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে রশিদ মিয়ার অবস্থানের ভিত্তিতে কোন সমাজের স্তরবিন্যাসের রূপ ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে মনির সাহেব যে সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেন সেই সমাজের ক্ষমতা কাঠামো বিশ্লেষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড ১৯৮২ সালে গঠিত হয়।

খ শব্দ দূষণ বলতে এমন শব্দকে বোঝায় যা মানুষের শরীরবৃত্তীয় কাজকর্মকে প্রভাবিত করে।

শব্দ ছাড়া যোগাযোগ রক্ষা করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু এ শব্দ যখন সহনীয় মাত্রার চেয়ে তীব্র হয়ে আমাদের বিরক্তির সৃষ্টি করে এবং ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করে, তখন তাকে শব্দদূষণ বলে। A

গ উদ্দীপকে রশিদ মিয়া অবস্থানের ভিত্তিতে গ্রামীণ সমাজের সামাজিক স্তরবিন্যাসের রূপ ফুটে উঠেছে।

গ্রামীণ সমাজে সামাজিক স্তরবিন্যাসের মূল ভিত্তি হলো ভূমি মালিকানা। ভূমি মালিকানার ভিত্তিতে গ্রামীণ সমাজের চারটি শ্রেণি দেখা যায়। এসব শ্রেণি হলো– ১. ধনী কৃষক, ২. প্রান্তিক কৃষক, ৩. বর্গাচাষি কৃষক, ৪. ভূমিহীন কৃষক বা কৃষি শ্রমিক। এক্ষেত্রে গ্রাম সমাজে যারা বেশি জমির মালিক তাদেরকে ধনী কৃষক বলা হয়। ধনী কৃষক শ্রেণি ভূমির ওপর নির্ভর করে যথেষ্ট সচ্ছলভাবে দিনযাপন করতে পারে। এদের অনেকেই আবার অন্যদেরকে ভাগে জমি চাষ করতে দেয়। তাছাড়া এদের অনেককে আবার ঋণ প্রদান বা বন্ধকী কারবারের সাথে জড়িত থাকতে দেখা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায় রশিদ মিয়া একজন ধনী কৃষক ও স্বনামধন্য মাতব্বর। সোনাপুর মৌজায় তার অনেক জমিজমা রয়েছে যা গ্রামীণ সমাজের সামাজিক স্তরবিন্যাসের অন্তর্ভুক্ত ধনী কৃষক শ্রেণির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকের মনির সাহেব ঢাকা শহরে বাস করেন। অর্থাৎ, তিনি শহুরে বা নগর সমাজের সদস্য। বাংলাদেশের নগর সমাজের ক্ষমতা কাঠামোর প্রকৃতি নির্ধারণে সম্পত্তি, শিক্ষা, পেশা, জেন্ডার, রাজনৈতিক অবস্থান প্রভৃতি উপাদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শহরে যারা প্রচুর বিত্ত-বৈভবের মালিক তারাই অধিক ক্ষমতাধর ব্যক্তি। এরাই বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদে আসীন হন। ধনীদের মধ্যে অনেকেই অর্থ-সম্পদের জোরে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। আবার অনেকে সরাসরি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করেও ক্ষমতা কাঠামোতে প্রভাব বিস্তার করেন। মূলত সম্পত্তির কারণেই উচ্চবিত্ত শ্রেণি নগর সমাজের হর্তাকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

বর্তমানে আমাদের দেশের শহরগুলোতে সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় 'শিক্ষা' অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মর্যাদাপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হন বলে প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হন। তারা সমাজের গুরুত্বপূণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশের নগর সমাজ বিভিন্ন প্রকার শিল্প-কারখানা, অফিস-আদালত ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সমাবেশস্থল। এসব প্রতিষ্ঠানে নানা শ্রেণি-পেশার লোক কর্মরত রয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই এসব পেশাজীবীরাও ক্ষমতা কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচিত হন। সাধারণত পেশার ভিত্তিতে ক্ষমতা কাঠামোর সর্বোচ্চ স্তরে সরকারি-বেসরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা অবস্থান করেন। এর পরবর্তী স্তরে সাংবাদিক, স্বনামধন্য ডাক্তার, প্রকৌশলী, আইনজীবী এবং মধ্যম পর্যায়ের সেনা ও পুলিশ কর্মকর্তারা অবস্থান করেন।

বাংলাদেশের নগর সমাজে নারীরা পুরুষের পাশাপাশি শিক্ষাদীক্ষা, কর্মক্ষেত্র, রাজনীতি, ব্যবসায়-বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে সদর্পে এগিয়ে চলছেন। বর্তমানে নারীদের প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা হলেও শহরের নারীরা এখন অনেক অগ্রসর। এসব নারীদের একটা বড় অংশ উচ্চ শিক্ষিত। এরা শহরের ক্ষমতা কাঠামোতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেন।

উপরের আলোচনা শেষে স্পষ্টরূপে বলা যায় যে, শহুরে সমাজের ক্ষমতা কাঠামো বৈচিত্র্যময়।

প্রশ্ন ▶৩ হারুন সাহেব এলাকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। তাই সমাজে তার যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। হারুন সাহেবের সমাজে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বররাই ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থান করেন। তবে তার সমাজে সামাজিক স্তরবিন্যাসের মূল ভিত্তি হল ভূমি মালিকানা। অন্যদিকে তার বন্ধু কবির সাহেব ঢাকায় বসবাস করেন। সেখানে সম্পত্তি সামাজিক স্তর বিন্যাসের একটি মূখ্য উপাদান হলেও মূল ভিত্তি নয়।

◀ শিখনফল: ৪

ক. কোন শহরে শতকরা ১০ শতাংশ শ্রমজীবী খনিজ শিল্পে নিয়োজিত? ১

খ. গ্রাম ও শহর সমাজের অর্থনীতির ভিত্তি কীরূপ? ২

গ. হারুন সাহেবের সমাজে কীরূপ সামাজিক স্তরবিন্যাসের ইঙ্গিত রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কবির সাহেবের সমাজে সম্পত্তির পরিমান তথা আয় ভেদে বিদ্যমান শ্রেণি বিভাজন বিশ্লেষণ করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক খনিজ শহরে শতকরা ১০ শতাংশ শ্রমজীবী খনিজ শিল্পে নিয়োজিত।

খ গ্রাম ও শহর সমাজের অর্থনীতির ভিত্তি ভিন্ন প্রকৃতির।

গ্রাম সমাজে অর্থনীতির ভিত্তি হলো জমি। সেখানে নিজ জমি চাষাবাদকারী, বর্গাচাষী এবং কৃষি শ্রমিকের অস্তিত্ব দেখা যায়। অন্যদিকে শহর সমাজের মানুষের বেশির ভাগই অকৃষিভিত্তিক পেশার সাথে জড়িত। শহর সমাজে গ্রাম সমাজের তুলনায় ব্যাপক শ্রমবিভাগ রয়েছে। পেশার বৈচিত্রও সেখানে অনেক বেশি। A

গ হারুন সাহেবের সমাজে গ্রামীণ সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, হারুন সাহেব এলাকার একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হওয়ায় সমাজে তার যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। তার সমাজে সামাজিক স্তর বিন্যাসের মূল ভিত্তি হল ভূমি মালিকানা। এছাড়াও হারুন সাহেবের সমাজ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বাররাই ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থান করেন। অনুরূপভাবে, গ্রামীণ সমাজে সামাজিক স্তরবিন্যাসের মূল ভিত্তি হলো ভূমি মালিকানা। ভূমিই সেখানে প্রধান অর্থনৈতিক সম্পদ। গ্রামীণ সমাজে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বাররা সর্বোচ্চ ক্ষমতার শিখরে অবস্থান করে। এদের বেশির ভাগই ধনী লোক, প্রভাবশালী পরিবার থেকে আগত। এছাড়া এ ধরনের সামাজিক

স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে সাধারণত পাড়ার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা গ্রামের দল বা গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দেন। হারুন সাহেবের সমাজের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের সামাজিক স্তরবিন্যাস সাদৃশ্যপূর্ণ।

সুতরাং বলা যায় যে, হারুন সাহেবের সমাজে গ্রামীণ সামাজিক স্তর বিন্যাসের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে। A

ঘ উদ্দীপকের জাহিদ সাহেব ঢাকা শহরে বাস করেন। অর্থাৎ, তিনি নগর সমাজের প্রতিনিধি। বাংলাদেশের নগর সমাজের মানুষদের সম্পত্তির মালিকানার ওপর ভিত্তি করে প্রথমত তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়। যথা- (১) উচ্চবিত্ত, (২) মধ্যবিত্ত এবং (৩) নিম্নবিত্ত শ্রেণি। নিচে এসব শ্রেণির ধরন বিশ্লেষণ করা হলো–

বাংলাদেশের নগর সমাজে উচ্চবিত্ত বলতে শিল্পপতি ও নানা ধরনের বৃহৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিকদেরকে বুঝিয়ে থাকে। সমাজের এই শ্রেণি বিপুল পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে অঢেল ধন-সম্পদ, কল-কারখানা এবং বিত্ত-বৈভবের মালিক হয়ে থাকেন।

নগর সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে আবার তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়। স্তর তিনটি হচ্ছে- (১) উচ্চ-মধ্যবিত্ত, (২) মধ্য-মধ্যবিত্ত এবং (৩) নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণি। উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন অধিক উপার্জনকারী পেশাজীবীগণ। যেমন– বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, প্রকৌশলী, আইন ব্যবসায়ী, স্থাপত্য ফার্মের মালিক, মাঝারি পুঁজির ব্যবসায়ী, সরকারি-বেসরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, রাজনীতিবিদ ইত্যাদি। সীমিত আয়ের শিক্ষিত চাকরিজীবী মানুষরা মধ্য-মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এদের মধ্যে রয়েছেন– সাধারণ ডাক্তার, বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ শিক্ষক, সাংবাদিক, সরকারি কর্মকর্তা ইত্যাদি পেশাজীবী গোষ্ঠীর লোকজন। আর নিম্ন-মধ্যবিত্ত বলতে স্বল্প আয়ের চাকরিজীবী, কেরানি, গাড়িচালক কিংবা ছোটখাটো ব্যবসায়ীদেরকে বুঝিয়ে থাকে।

নগরের নিম্নবিত্ত শ্রেণি বলতে প্রধানত শ্রমজীবী যেমন– শ্রমিক, মজুর, রিকশা বা ভ্যানচালক, ট্যাক্সিচালক, দারোয়ান, পিয়ন প্রভৃতি পেশার মানুষদের বোঝানো হয়। এ শ্রেণির মানুষদের কোনো স্থায়ী আয় এবং আবাসস্থলের ব্যবস্থা থাকে না। এদেরকে ভাসমান মানুষও বলা হয়।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের নগর সমাজের স্তরবিন্যাসে সম্পত্তি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে সম্পদের পরিমাণ এবং আয়ের ওপর ভিত্তি করে সামাজিক স্তরবিন্যাস নির্ধারণ করা হয়।

প্রশ্ন ▶ ৪ রুহামার বাড়ি বরিশাল জেলার ছোট ইউনিয়নে। ঐ ইউনিয়নের প্রায় মানুষই কৃষিজীবী, দু চারজন মাত্র অন্য পেশায় জড়িত। এসব কৃষিজীবীদের মধ্যে কারো জমি আছে কারো নেই। এখানে অনেকে জমি বর্গা দেন। আরো অনেকে বর্গা নিয়ে চাষ করেন। তবে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যাও এখানে কম নয়। রুহামার বাবা তোরাব আলী তাদের ইউনিয়নের চেয়ারম্যান।

A ◀ *শিখনফল: ৪*

ক. 'জেন্ডার' কী? ১

খ. গ্রামীণ সমাজ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে আলোচিত ইউনিয়নে পাঠ্যপুস্তকের যে ধারণার প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে তার ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. উক্ত ইউনিয়নের ভূমিভিত্তিক সামাজিক স্তরবিন্যাস বিশ্লেষণ করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক জেন্ডার হচ্ছে নারী-পুরুষের মধ্যকার সৃষ্ট পার্থক্য, যা সমাজ কর্তৃক আরোপিত। A

খ গ্রামকে কেন্দ্র করে যে সমাজ গড়ে ওঠে তাকে গ্রামীণ সমাজ বলে। গ্রাম হলো একটি ছোট অঞ্চল যেখানে কিছু সংখ্যক মানুষের বসতি এবং যাদের মূল পেশা হলো কৃষি। আর এ গ্রামকে ঘিরেই বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ গড়ে উঠেছে। সুতরাং গ্রামীন সমাজ বলতে এমন এক জনসমষ্টিকে বোঝায় যারা একটি সাধারণ ঐতিহ্য, প্রথা, জীবনপ্রণালি বা একটি সাধারণ সংস্কৃতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে একই সাথে বসবাস করে, যেখানে সামাজিক গতিশীলতা বা পরিবর্তনের হার কম এবং এ জনসমষ্টির প্রধান পেশা কৃষিকাজ। A

গ উদ্দীপকে রুহামার ইউনিয়নে পাঠ্যপুস্তকের যে ধারণার প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে তা হলো গ্রাম সমাজের স্তরবিন্যাস। A

বাংলাদেশের গ্রামগুলো এক বৈচিত্র্যময় আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে লালন করে পথ চলে। এখানে নানারকম ধর্ম, পেশা ও মর্যাদার গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ বসবাস করে। এদেশের গ্রামগুলো ভূমি ও কৃষিনির্ভর। আর বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোও গ্রামকেন্দ্রিক। তাই গ্রাম সমাজকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাসের পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। গ্রামভেদে সামাজিক স্তরবিন্যাস বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। বাংলাদেশের সমাজবিজ্ঞানী ড. এ. কে. নাজমুল করিম ষাটের দশকের তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের নয়নপুর নামের একটি গ্রামের সামাজিক স্তরবিন্যাসের ওপর ইংরেজ শাসনের প্রভাব নিয়ে পর্যালোচনা করেন এবং বলেন গ্রাম সমাজের স্তরবিন্যাসে অনেক উপাদান সক্রিয় ভূমিকা রাখে। তবে বর্তমানে গ্রাম সমাজের স্তরবিন্যাসে ভূমি, মর্যাদা, শিক্ষা ও ক্ষমতার গুরুত্ব সর্বাধিক। ভূমিভিত্তিক স্তরবিন্যাসে রয়েছে ৪ শ্রেণি। এগুলো হলো— ১. ভূমির মালিক, ২. প্রান্তিক ভূমি মালিক, ৩. বর্গাদার চাষি ও ৪ ভূমিহীন চাষি। মর্যাদাভিত্তিক স্তরবিন্যাসে রয়েছে দুটি শ্রেণি— এগুলো হলো— ১. আরোপিত মর্যাদা, ২. অর্জিত মর্যাদা। শিক্ষাভিত্তিক সামাজিক স্তরবিন্যাসে রয়েছে চারটি ধাপ। এগুলো হলো— ১. প্রাথমিক, ২. মাধ্যমিক, ৩. উচ্চ মাধ্যমিক ও ৪. উচ্চ ডিগ্রিধারী।

ঘ উদ্দীপকে রুহামার ইউনিয়নে গ্রাম সমাজের অনেকগুলো স্তরবিন্যাস রয়েছে। তার মধ্যে ভূমিভিত্তিক সামাজিক স্তরবিন্যাস হলো অন্যতম। A

বাংলাদেশে গ্রামীণ সম্প্রদায়ের প্রধান সম্পদ হলো ভূমি। যেকোনো গ্রামে সামাজিক স্তরবিন্যাসে ভূমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কেননা, কৃষিভিত্তিক গ্রাম সমাজে ভূমিই প্রধান আর্থিক সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়। ভূমির মালিকানার ভিত্তিতে বাংলাদেশের গ্রাম সমাজে চারটি শ্রেণি লক্ষ করা যায়।

এগুলো হলো— ক. ভূমির মালিক, খ. প্রান্তিক ভূমির মালিক, গ. বর্গাদার চাষি ও ঘ. ভূমিহীন চাষি।

ভূমির মালিক: বাংলাদেশের গ্রাম সমাজে ভূমির মালিক হলো উচ্চ শ্রেণির অন্তর্গত এবং ক্ষমতাধর। তারা গ্রামের সর্বোচ্চ ভূমির মালিক।

প্রান্তিক ভূমির মালিক: এ ধরনের মালিকদের ভূমির পরিমাণ ততটা বেশি নয়।

বর্গাদার চাষি: এরা অন্যের ভূমি চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে।

ভূমিহীন চাষি: ভূমিহীন চাষিদের নিজস্ব কোনো ভূমি নেই। তাদেরকে কৃষি মজুরও বলা হয়। এরা দিন আনে দিন খায়। তারা দিনমজুরের কাজ করে, মাছ ধরে, রিকশা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে।

প্রশ্ন ▶ ৫ কালু শেখ সুন্দরপুর গ্রামের সবচেয়ে বেশি জমির মালিক। জমি থেকে প্রাপ্ত ফসল দিয়ে পরিবারের ভরণপোষণের প্রয়োজন মিটিয়ে উদ্বৃত্ত যা থাকে তা বিক্রি করে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। একই গ্রামের মামুন মিয়া নিজের সবটুকু জমিতে কঠিন পরিশ্রম করে পরিবারের ভরণপোষণ চালান। কিন্তু তিনি কারও জমি বর্গায় চাষ করেন না। ◀ *শিখনফল: ১*

ক. বাংলাদেশের প্রকৃত পরিচয় কোনটি? ১

খ. শহর বলতে কী বোঝায়? ২

গ. কালু শেখ কোন শ্রেণির কৃষক? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে নির্দেশিত কৃষক শ্রেণি ছাড়া অন্য কোনো কৃষক শ্রেণির কথা তোমার জানা আছে কি? পঠিত বিষয়ের আলোকে মতামত দাও। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রামীণ বাংলাদেশই হলো বাংলাদেশের প্রকৃত পরিচয়।

খ শহর বলতে গতিশীল ও পরিবর্তনশীল জীবনযাত্রার প্রতীককে বোঝায়।

ইংরেজি Urban শব্দটির বাংলা রূপ হলো শহর। শহর বলতে এমন একটি সীমিত এলাকাকে বোঝায়, যেখানে উল্লেখযোগ্য জনগোষ্ঠী মোটামুটি স্থায়ীভাবে বসবাস করে এবং কৃষিকাজ ছাড়া অন্যান্য পেশার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে।

গ কালু শেখ ধনী ও মালিক শ্রেণির কৃষক।

ধনী কৃষক হচ্ছে, যারা গ্রামের সর্বাধিক জমির মালিক এবং জমি থেকে এমন আয় হয় যা তাদের পরিবারের ভরণপোষণের খরচ মিটিয়েও প্রচুর উদ্বৃত্ত থাকে। অর্থাৎ, তারা ভূমির ওপর নির্ভর করে যথেষ্ট সচ্ছলভাবে দিনযাপন করতে পারে। আর যে কৃষক বা চাষি তার নিজ ভূমিতে চাষাবাদ করে ফসল ফলায় তিনি মালিক চাষি। প্রায় সব জমির মালিকরাই মালিক চাষির অন্তর্ভুক্ত।

কালু শেখ সুন্দরপুর গ্রামের সবচেয়ে বেশি জমির মালিক। জমি থেকে প্রাপ্ত ফসল দিয়ে পরিবারের ভরণপোষণের প্রয়োজন মিটিয়ে উদ্বৃত্ত যা থাকে তা বিক্রি করে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন।

সুতরাং বলা যায়, কালু শেখ একজন ধনী মালিক শ্রেণির চাষি।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপকে নির্দেশিত কৃষক ছাড়া অন্য আরও কৃষক শ্রেণির কথা আমার জানা আছে।

ভূমি মালিকানার ভিত্তিতে গ্রামীণ সমাজে চার শ্রেণির কৃষক দেখতে পাওয়া যায়। যথা-১. ধনী কৃষক, ২. প্রান্তিক কৃষক, ৩. বর্গাচাষি ও ৪. ভূমিহীন কৃষক।

উদ্দীপকে যে দুজন কৃষকের বর্ণনা রয়েছে তাদের মধ্যে কালু শেখ হলো ধনী কৃষক আর মামুন মিয়া হলো প্রান্তিক কৃষক। সুতরাং উদ্দীপকে নির্দেশিত কৃষক শ্রেণি ছাড়া আরও যে দুটি শ্রেণি রয়েছে তারা হলো বর্গাচাষি ও ভূমিহীন কৃষক বা কৃষি শ্রমিক।

বর্গাচাষি হলো তারা যাদের কোনো জমি নেই। তারা ধনী কৃষকের জমি বর্গা নিয়ে চাষ করে। উল্লেখ্য, বাড়তি উৎপাদনের লক্ষ্যে বৃহৎ খামার মালিক কিংবা অনুপস্থিত অকৃষক ভূমি মালিক থেকে চাষের জন্য ভূমি গ্রহণ করে চাষাবাদ প্রক্রিয়াকে বর্গা পথ বলে উল্লেখ করা হয়। একজন কৃষককে তখনই বর্গাচাষি বলে চিহ্নিত করা যাবে, যখন সে তার চাষাধীন জমির ২৫ শতাংশ অন্যের থেকে বর্গা নেয়।

আর যাদের কোনো ভূমি নেই তারাই ভূমিহীন শ্রেণির কৃষক। তবে সর্বোচ্চ ০.৫ একর পর্যন্ত ভূমি থাকলেও তাকে ভূমিহীন বলে মনে করা হয়। আর্থিক অভাব-অনটনের কারণে ভূমির মালিকানা হারিয়ে ভূমিহীনে পরিণত হয়েছে এমন অনেক কৃষকই গ্রামাঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়। এরা ধনী বা প্রান্তিক কৃষকদের জমিতে মজুরির বিনিময়ে কাজ করে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, উদ্দীপকে নির্দেশিত কৃষক শ্রেণি ছাড়া আমার জানা কৃষক শ্রেণিদ্বয় হলো ভূমিহীন কৃষক ও বর্গাচাষি।

প্রশ্ন ▶ ৬ মি. 'ক' জন্ম থেকেই ঢাকায় থাকেন। পড়াশোনার জন্য গ্রাম থেকে আসা মি. 'খ'-এর সাথে মি. 'ক'-এর বন্ধুত্ব হয়। কোনো এক ছুটিতে তারা গ্রামে বেড়াতে আসে। মি. 'খ'-এর বাবার জমিজমা দেখে মি. 'ক' অবাক হয়ে যায়। কিছু দিন পর মি. 'ক' শুনতে পারে যে, মি. 'খ'-এর বাবা চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হয়েছেন। ◀ *শিখনফল: ৪*

ক. গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো কী? ১

খ. ভূমিহীন কৃষক বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে মি. 'খ' এর বাবার সামাজিক অবস্থা সামাজিক স্তরবিন্যাসের কোন ধরনকে প্রতিফলিত করে— ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকটি গ্রামীণ সামাজিক স্তরবিন্যাসের একটি খণ্ডিত চিত্র–মূল্যায়ন করো। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিরাজমান আর্থসামাজিক ব্যবস্থায় মানুষ ও সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণের প্রেক্ষিতে গ্রামে যে ক্ষমতার বণ্টন দেখা যায়, তাকে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো বলে।

খ গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায় যাদের জমির পরিমাণ ০.০৫ একর বা ৫ শতাংশ তাদের ভূমিহীন কৃষক বা দিনমজুর কৃষক বলা হয়। ভূমিহীন কৃষকরা ধনী ও প্রান্তিক কৃষকদের জমিতে শ্রম বিক্রির মাধ্যমে দিনাতিপাত করে থাকে। ফসলের মৌসুমের আগে ও পরে তারা ছোট ছোট কারখানায় শ্রম বিক্রি করে থাকে বা সরকারি

কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচিতে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।

গ উদ্দীপকে মি. 'খ'-এর বাবার সামাজিক অবস্থা, সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধনী কৃষক শ্রেণিকে প্রতিফলিত করে।

গ্রামের মধ্যে যাদের ভূমি সবচেয়ে বেশি এবং ভূমির আয় দিয়ে ভরণপোষণ করার পর যাদের উদ্বৃত্ত তাকে, তাদের ধনী কৃষক বলা হয়। এদের অনেকেই আবার অন্যদেরকে ভাগে চাষ করতে দেয়। গ্রামের অনেক ধনী কৃষক আবার মহাজনী কারবার অর্থাৎ, ঋণপ্রদান বা বন্ধকী কারবারের সাথে জড়িত থাকে। গ্রামীণ রাজনীতিতেও ধনী কৃষকদের প্রভাব বিরাজমান। অনেকে গ্রামীণ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বার নির্বাচিত হন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, খ-এর বাবার অনেক জমি আছে এবং গ্রামীণ ইউনিয়ন পরিষদে চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হয়েছেন যা উপরে আলোচিত গ্রামীণ সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধনী কৃষক শ্রেণির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

পরিশেষে বলা যায় যে, উদ্দীপকের মি. খ-এর বাবার সামাজিক অবস্থায় ধনী কৃষকের সামাজিক অবস্থার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকটি গ্রামীণ সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধনী কৃষক বা ভূমির মালিকদের একটি খণ্ডিত চিত্র মাত্র।

সামাজিক স্তরবিন্যাসই গ্রাম সমাজের কাঠামোকে প্রস্ফুটিত করে থাকে। সামাজিক স্তরবিন্যাস গ্রামভেদে বিভিন্ন রূপ হতে পারে, তবে স্তরবিহীন সমাজ পাওয়া যাবে না।

উদ্দীপকে দেখা যায় খ-এর বাবার অনেক জমি। 'খ' পড়াশোনার জন্য শহরে আসে এবং সেখানে 'ক'-এর সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলে। 'খ"-এর বাবা গ্রামীণ সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধনী কৃষকের প্রতিনিধি। গ্রামের মধ্যে যাদের উদ্বৃত্ত থাকে। তাদের ধনী কৃষক বা ভূমির মালিক বলে। 'ক' একদিন জানতে পারে যে, 'খ'-এর বাবা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছে। 'খ'-এর বাবার চেয়ারম্যান হওয়া ধনী কৃষকের গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোতে নেতৃত্ব দেওয়াকে মনে করিয়ে দেয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, উদ্দীপকের মি. খ-এর বাবার সামাজিক অবস্থায় ধনী কৃষকের চিত্র স্পষ্ট এবং উদ্দীপকটি গ্রামীণ সামাজিক স্তর বিন্যাসের ধনীকৃষক বা ভূমির মালিকদের একটি খণ্ডিত চিত্র।

প্রশ্ন ▶ ৭ রফিকের পেশা কৃষিকাজ। শুধু রফিক নয়, তার প্রতিবেশীরাও একই পেশায় নিয়োজিত। অন্যদিকে, রফিকের ভাই রবিন একটি শিল্পকারখানায় কাজ করে। সেখানে কৃষিকাজের কোনো সুযোগ নেই। *◀ শিখনফল: ১ ও ২*

ক. কীরূপ সমাজ কৃষিনির্ভর পেশার প্রাধান্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত? ১

খ. শহর বলতে কী বোঝায়? ২

গ. রফিকের কাজ যে সমাজকে নির্দেশ করে তার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. রবিনের সমাজের শ্রেণিবিভাগ পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রামীণ সমাজ কৃষিনির্ভর পেশার প্রাধান্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

খ শহর বলতে এমন একটি সীমিত এলাকাকে বোঝায় যেখানে উল্লেখযোগ্য জনগোষ্ঠী মোটামুটি স্থায়ীভাবে বসবাস করে এবং কৃষিকাজ ব্যতীত অন্যান্য পেশার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। শহরে লোকেরা পাশাপাশি বাস করলেও তাদের মধ্যে পরিচয় থাকে না। শহর হচ্ছে গতিময় ও নিত্য পরিবর্তনশীল বিকাশমুখী জীবনযাত্রার মূর্তপ্রতীক।

গ রফিকের কাজ গ্রামীণ সমাজকে নির্দেশ করে। কেননা রফিকের পেশা কৃষিকাজ এবং তার প্রতিবেশীরাও একই পেশায় নিয়োজিত যা গ্রামীণ সমাজের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। নিচে গ্রামীণ সমাজের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা হলো:

১. কৃষিনির্ভর পেশার প্রাধান্য।
২. জনগোষ্ঠীর মধ্যে উচ্চ ঘনিষ্ঠতা ও হৃদ্যতা।
৩. সামাজিক সাদৃশ্যবিশিষ্ট আপেক্ষিক বিরল বসতি।
৪. স্তরবিন্যাসের আধিক্য কম।
৫. উলম্ব সামাজিক গতিশীলতা।
৬. পরিবারের প্রধান কর্ম হলো চাষাবাদ।
৭. কর্মী কর্মস্থলের খুব কাছে বাসস্থান।
৮. সদস্যদের প্রতিবেশী সবাই একই পেশায় নিযুক্ত।
৯. জনসংখ্যার ঘনত্ব কম।
১০. সামাজিক অসমতার মাত্রা কম।
১১. সামাজিক গতিশীলতার হার কম এবং
১২. সামাজিক পরিবর্তনের গতি কম।

ঘ রবিনের সমাজ হচ্ছে শহুরে সমাজ। কেননা রবিন একটি শিল্পকারখানায় কাজ করে, যেখানে কৃষিকাজের কোনো সুযোগ নেই যা শহুরে সমাজের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। রবিনের সমাজের তথা শহুরে সমাজের শ্রেণিবিভাগ নিচে পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করা হলো:

শিল্প শহর: ব্যবসায় ও শিল্প কাজে নিয়োজিত শ্রমসংখ্যার ৪৫ শতাংশ শিল্প কারখানায় কর্মরত।

পাইকারি ব্যবসার শহর: পাইকারি ব্যবসা অন্য সকল কর্মকাণ্ডের তুলনায় অধিক উল্লেখযোগ্য।

খুচরা ব্যবসার শহর: ব্যবসার ও শিল্প শ্রমসংখ্যার ৫০ শতাংশ খুচরা ব্যবসাক্ষেত্রে নিয়োজিত।

পরিবহন শহর: ১১ শতাংশ শ্রমসংখ্যা পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে নিয়োজিত।

শিক্ষা শহর: শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও তৎসংশ্লিষ্ট তৎপরতা এর বৈশিষ্ট্য। এ ধরনের শহর হতে গেলে মোট জনসংখ্যার কমপক্ষে এক-চতুর্থাংশ শিক্ষা সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত থাকে।

বৈচিত্র্যপূর্ণ শহর: কোনো একটি কর্মকাণ্ডই প্রাধান্য লাভ করে না।

বিনোদন শহর: অধিকাংশ নগরবাসী বিনোদনমূলক কর্ম ও সার্ভিসের সাথে জড়িত।

খনিজ শহর: শতকরা ১০ শতাংশ শ্রমজীবী খনিজ শিল্পে নিয়োজিত থাকতে হবে।

প্রশাসনিক শহর: রাজধানী বা অনুরূপ প্রশাসনিক দফতরের পরিচয়ে এ সকল জনপদ প্রধানত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বহুরূপী শহর: বিভিন্নমুখী পেশা ও কর্মধারার বিকাশ শহুরে জীবন ও জনপদকে বিভিন্নমুখী বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট করে তোলে।

প্রশ্ন ▶১ বাবা-মা, বড় তিন ভাই ও দাদা-দাদীসহ সামিয়াদের পরিবারের সদস্যসংখ্যা আট জন। সামিয়ার বাবা একজন প্রান্তিক চাষি। সামিয়াদের পরিবারের সবাই তিন বেলা ভাত খেয়ে থাকে। শুধু সামিয়াদের পরিবারই নয়, তাদের এলাকার সব পরিবারই তিন বেলা ভাত খেয়ে থাকে। তাদের এলাকার লোকজন একে অন্যের সুখে-দুঃখে সবসময় খোঁজ-খবর নেয় ফলে তাদের মধ্যে অন্তরঙ্গা সম্পর্ক বিরাজ করে। ◀ *শিখনফল-৩*

ক. কারা মূলত শহরের আকার বৃদ্ধি করে? ১

খ. শহর সম্পর্কে লুইস ওয়ার্থ এবং উলসটনের সংজ্ঞা দাও। ২

গ. উদ্দীপকে কীরূপ সমাজের পরিচয় ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত সমাজের সাথে শহুরে সমাজের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরো। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রাম থেকে আসা মানুষরাই মূলত শহরের আকার বৃদ্ধি করে।

খ লুইস ওয়ার্থ এর ভাষায় শহর হলো সামাজিক দিক হতে অসদৃশ ব্যক্তির তুলনামূলকভাবে বড়, ঘন এবং স্থায়ী বাসস্থানের অঞ্চল। উলসটনের মতে, শহর হলো বিরাট জনগোষ্ঠী, নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমা, বাসিন্দাদের অভিন্ন স্বার্থ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্র অনুমোদিত আঞ্চলিক সরকার নিয়ে গঠিত একটি সম্প্রদায়।

গ উদ্দীপকে গ্রামীণ সমাজের পরিচয় ফুটে উঠেছে। উদ্দীপকে বর্ণিত সামিয়ার বাবা একজন প্রান্তিক চাষি যা গ্রামসমাজকে নির্দেশ করে। কেননা গ্রামীণ সমাজে অর্থনীতির ভিত্তি হলো জমি। সেখানে নিজ জমি চাষাবাদকারী অর্থাৎ প্রান্তিক চাষি, বর্গাচাষি এবং কৃষি শ্রমিকের অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া সামিয়াদের পরিবারের সবাই তিন বেলা ভাত খেয়ে থাকে। শুধু সামিয়াদের পরিবারই নয়, তাদের এলাকার সব পরিবারই তিন বেলা ভাত খেয়ে থাকে যা গ্রাম সমাজের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কেননা গ্রামীণ সমাজের মানুষও তিন বেলা খাবার হিসেবে ভাত খেয়ে থাকে। তাদের প্রধান খাদ্য তালিকায় রয়েছে ভাত, মাছ ও ডাল। আবার গ্রাম সমাজের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তাদের মধ্যকার সামাজিক সম্পর্ক অন্তরঙ্গা হয় যা সামিয়াদের এলাকার লোকজনের মধ্যেও বিরাজমান। কেননা সামিয়াদের এলাকার লোকজনও একে অন্যের সুখে-দুঃখে খোঁজ-খবর নেয় বলে তাদের মধ্যেও অন্তরঙ্গা সম্পর্ক বিরাজ করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকে গ্রাম সমাজের পরিচয় ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত সামিয়ার বাবা গ্রামীণ সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী। পেশাগত দিক থেকে তিনি প্রান্তিক চাষি হলেও যৌথ পরিবারে তাদের বাস যা গ্রামীণ সমাজের ঐতিহ্যকে ফুটিয়ে তোলে। মূলত তাদের জীবনাচরণ থেকে গ্রাম ও শহর সমাজের ভিন্ন রূপকে চিহ্নিত করা যায়। নিচে শহর ও গ্রাম সমাজের তুলনামূলক পার্থক্য আলোচনা করা হলো:

১.অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে: গ্রাম সমাজে অর্থনীতির ভিত্তি হলো ভূমি এবং অধিকাংশ মানুষই কৃষিভিত্তিক পেশানির্ভর। অল্প কিছু ব্যবসায়ী বা চাকরিজীবী লক্ষণীয় হলেও পেশার বৈচিত্র্য দেখা যায় কম। অন্যদিকে শহরে অকৃষিভিত্তি এবং শিল্পমুখী পেশা গ্রহণের প্রবণতা বেশি। শহরে শ্রমবিভাজন ও দৃশ্যমান।

২.সামাজিক ক্ষেত্রে: গ্রামীণ সমাজের ভিত্তি গড়ে ওঠে অধিবাসীদের রক্তের সম্পর্কের ওপর, অন্যদিকে শহরে সামাজিক সম্পর্কের পরিধি বিস্তৃত, জটিল ও বৈচিত্র্যময়।

৩.রাজনৈতিক ক্ষেত্রে: গ্রামীণ সমাজের রাজনীতি পরিবার প্রভাবিত হলেও স্থানীয় পঞ্চায়েত এবং ইউনিয়ন কাউন্সিলের প্রাধান্যও লক্ষণীয়। অন্যদিকে শহুরে সমাজে রাজনীতির চর্চা বেশি হয়ে থাকে এবং তা জাতীয় রাজনীতির সাথেই বেশি যুক্ত থাকে।

৪.সামাজিক স্তরবিন্যাস ও গতিশীলতার ক্ষেত্রে: এক্ষেত্রে শহরে উলম্ব গতিশীলতা চোখে পড়ে যা প্রভাবিত ও গতিশীল সম্পর্ক, ক্ষমতা ও সৃজনশীলতার কারণে, পক্ষান্তরে গ্রামীণ জীবন গতিশীলতায় স্থবির। এখানে সামাজিক মর্যাদা নির্ধারিত হয় জন্মসূত্রে।

৫.সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা ক্ষেত্রে: গ্রামীণ সমাজে সাংস্কৃতিক জীবনে বস্তুগত ও অবস্তুগত উভয় দিক থেকে পার্থক্য দেখা যায় এবং শিক্ষার হারও তুলনামূলকভাবে কম। গ্রামীণ শিক্ষাব্যবস্থা সরকারনির্ভর। অন্যদিকে, শহর সমাজে শিক্ষার হার তুলনামূলকভাবে বেশি এবং সাংস্কৃতিক জীবনে শহরবাসীর মানসিকতা ও রুচির ছাপ দেখা যায়।

তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত সামিয়া ও তার পরিবারের প্রতিনিধিত্বকারী সমাজের সাথে শহুরে সমাজের তুলনামূলক মৌলিক পার্থক্য দৃশ্যমান।

প্রশ্ন ▶২ সুমির দাদা গ্রামে অনেক জমির মালিক। প্রায় ১০-১২ জন বর্গাচাষি তার জমিতে কাজ করে। এবার শীতকালীন ছুটিতে গ্রামে বেড়াতে গিয়ে সুমি লক্ষ করল, এখানকার মানুষ বেশ আন্তরিক। তারা বেশ সহজ-সরল ও ধর্মভীরু। পাড়া-প্রতিবেশীরা পিঠা বানানোর সময় তার দাদিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাহায্য করছে। তবে বেশিরভাগ পরিবার কৃষিনির্ভর হওয়ায় বর্ধিত পরিবারই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। ◀ *শিখনফল: ৩ ও ৪*

ক. বর্গাচাষি কারা? ১

খ. চাপসৃষ্টিকারী দল বলতে কী বোঝ? ২

গ. গ্রামীণ সামাজিক স্তরবিন্যাসে উদ্দীপকের সুমির দাদার অবস্থান ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত গ্রামীণ সমাজের বৈশিষ্ট্যসমূহের সাথে নগর সমাজের বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক আলোচনা করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব কৃষক সামান্য পরিমাণ ভূমির মালিক এবং তার সাথে ধনী কৃষকের জমি বর্গা নিয়ে চাষ করে তারাই বর্গাচাষি।

খ চাপসৃষ্টিকারী দল বলতে একটি সংগঠিত জনসমষ্টিকে বোঝায় যারা সাধারণত দেশের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক। তারা বিশেষ বিশেষ সময়ে বা ক্ষেত্রে নিজেদের গণতান্ত্রিক তথা মৌলিক অধিকার বলে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর মন্তব্য প্রকাশ করে, বিবৃতি প্রদান করে বা সাক্ষাৎকার দেয়। আমাদের নগরসমাজ কাঠামোর ক্ষমতা বিন্যাসের ক্ষেত্র ও নেতৃত্বের গতি প্রকৃতি-নির্ধারণে চাপসৃষ্টিকারী দলসমূহের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ।

গ গ্রামীণ সামাজিক স্তরবিন্যাসে ভূমির মালিকানার ভিত্তিতে উদ্দীপকের সুমির দাদা ধনী কৃষকের অন্তর্ভুক্ত।

গ্রামীণ সমাজে যারা অধিক জমির মালিক এবং যারা ভূমির উপর নির্ভর করে যথেষ্ট সচ্ছলভাবে দিনযাপন করে তারাই ধনী কৃষক। এদের নিয়ন্ত্রণে একাধিক বর্গাচাষি থাকে, যারা এদের জমিতে চাষাবাদ করে। আর্থিক ক্ষমতার কারণে তারাই শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা, স্থানীয় ক্ষমতা কাঠামো ইত্যাদিতে সবচেয়ে বেশি সুযোগ পায় এবং সমাজের উচ্চ স্তরে আসীন হয়। গ্রামের অনেক ধনী কৃষক আবার মহাজনী কারবার অর্থাৎ ঋণ প্রদান বা বন্ধকী কারবারের সাথে জড়িত। অনুরূপভাবে উদ্দীপকের সুমির দাদাও গ্রামে অনেক জমির মালিক। প্রায় ১০-১২ জন বর্গাচাষি তার জমিতে কাজ করে। তাই সুমির দাদাকে ধনী কৃষক হিসেবে অভিহিত করা যায়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত গ্রামীণ সমাজের বৈশিষ্ট্যসমূহের সাথে নগর সমাজের বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হলো-

গ্রামীণ সমাজের অধিক সংখ্যক লোকের পেশা হচ্ছে কৃষি। সেখানকার জনগণ ঐতিহ্যগত প্রথা, বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি, রীতি-নীতি এবং মূল্যবোধে বিশ্বাসী। এ সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সমষ্টিগত চেতনা, ঐক্য এবং এখানে বসবাসরত জনগণের মধ্যে সৌহার্দ্যমূলক সামাজিক সম্পর্ক বিদ্যমান। গ্রামীণ সমাজে সংখ্যাগত দিক থেকে যৌথ পরিবারের সংখ্যাগরিষ্ঠতাই লক্ষণীয়। গ্রামীণ এলাকায় ভূমির তুলনায় জনসংখ্যার ঘনত্ব কম। এ ছাড়া সেখানে স্তরবিন্যাসের আধিক্য, সামাজিক গতিশীলতার হার এবং সামাজিক পরিবর্তনের গতি কম থাকে।

অন্যদিকে শহরে জনসংখ্যার ঘনত্ব তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে। সেখানকার জনগণ বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত। তবে অধিকাংশ জনগণের পেশাই অকৃষিজ। শহর এলাকায় একক পরিবারের প্রাধান্য বেশি পরিলক্ষিত হয়। এখানকার জনগণ জ্ঞান, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মর্যাদা লাভ করে থাকে। শহুরে সমাজে শিক্ষা, চাকরি সব ক্ষেত্রেই নারী পুরুষের সহাবস্থান লক্ষণীয়। শহরে প্রযুক্তির পর্যাপ্ত ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

উপরের আলোচনা শেষে বলা যায় যে, গ্রামীণ ও নগর সমাজের মধ্যে উক্ত পার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও দ্রুত নগরায়ণ, যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে পার্থক্য দ্রুতই কমে আসছে।

প্রশ্ন ▶৩ গণি মিয়া একজন বর্গাচাষী। যৎসামান্য নিজস্ব জমিতে চাষ করে তার পক্ষে পরিবার চালানো অসম্ভব। তাই ধনী কৃষকদের জমি বর্গা নিয়ে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে কোনো মতে সংসার চালান তিনি। বড় ছেলে শহরের একটি কলেজে দারোয়ানের চাকরি নিয়েছে। শহরের যে বাসায় সে থাকে তার মালিক ৮তলা বাসা ও ৩টি গার্মেন্টস-এর মালিক। এছাড়া তাঁর Export-Import এর ব্যবসা আছে। ◀ *শিখনফল-৪*

ক. বাংলাদেশের প্রায় কত শতাংশ লোক কৃষির ওপর নির্ভরশীল? ১

খ. Pull Factor ও Push Factor বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের গণি মিয়া যে উপাদানের ভিত্তিতে স্তরায়িত, সে উপাদানের আলোকে গ্রামীণ সমাজের স্তরায়নটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর যে, পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার কারণে গণি মিয়া ও তার ছেলের বাড়ীওলার এ ব্যবধান তৈরি হয়েছে? ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের প্রায় ৭৬ শতাংশ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। A

খ কর্মসংস্থানের অভাব, দারিদ্র্য, সামাজিক অসমতা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, প্রভৃতি কারণে গ্রামের মানুষ যখন শহরে স্থানান্তরিত হতে বাধ্য হয় তখন তাকে Push Factor বলে।

অপরদিকে, প্রচুর পরিমাণ কর্মসংস্থান, ভালো বেতন, উন্নত জীবনধারা, শিক্ষা, চিকিৎসার সুযোগের কারণে গ্রামের মানুষ যখন শহরে পাড়ি জমায় তখন তাকে তাকে Pull Factor বলে।

গ উদ্দীপকের গণি মিয়া যে উপাদানের ভিত্তিতে স্তরায়িত সেই উপাদানটি হচ্ছে ভূমি মালিকানা। গ্রামীণ সমাজে সামাজিক স্তরবিন্যাসের মূল ভিত্তি হলো ভূমি মালিকানা। ভূমি মালিকানার ভিত্তিতে গ্রামীণ সমাজে নিম্নোক্ত শ্রেণিসমূহ দেখা যায়। A

গ্রাম সমাজে যারা অধিক জমির মালিক তারাই জমির উপর নির্ভর করে যথেষ্ট সচ্ছলভাবে দিনযাপন করতে পারে এবং তারাই ধনী কৃষক রূপে প্রতিপন্ন হয়। এদের অনেকেই আবার অন্যদের জমি চাষ করতে দেয়। অন্যদিকে যেসব কৃষক নিজ জমিতে চাষাবাদ করে কোনোরকমে নিজেদের ভরণপোষণ করে তারাই প্রান্তিক কৃষক। এর পরবর্তী স্তরে বর্গাচাষী ও ভূমিহীন কৃষকের অবস্থান। বর্গাচাষীরা সামান্য পরিমাণ জমির মালিক। এরা ধনী চাষীদের জমি নিয়ে ফসল ভাগের শর্তে চাষ করে। আর ভূমিহীন কৃষক হচ্ছে আর্থিক অভাব-অনটনের কারণে ভূমির মালিকানা হারিয়ে ভূমিহীনে পরিণত মানুষ। এরা অন্যের জমিতে মজুরির বিনিময়ে কাজ করে।

উদ্দীপকের গণি মিয়া একজন বর্গাচাষী। যৎসামান্য নিজস্ব জমিতে চাষের পাশাপাশি তিনি ধনী কৃষকের জমি বর্গা নিয়ে চাষ করেন। অর্থাৎ গনি মিয়া ভূমির মালিকানার ভিত্তিতে স্তরায়িত এবং বর্গাচাষী শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি, পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার কারণেই গণি মিয়া ও তার ছেলের বাড়িওয়ালার মধ্যে পার্থক্য তৈরি হয়েছে। A

পুঁজিবাদ হলো এমন একটি অর্থব্যবস্থা যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে নিজ স্বার্থ সংরক্ষণে সদা তৎপর থাকে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় আয় ও সম্পদের অসমতা দেখা দেয়। উদ্বৃত্ত মূল্য বা মুনাফার মালিক পুঁজিপতি হওয়ার কারণে সমাজে পুঁজিপতি বা বিত্তবান ও সাধারণ মানুষের মধ্যে আয়ের অসম বণ্টন প্রকট থেকে প্রকটতর হতে থাকে। বিশুদ্ধ পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় শ্রমিকের মজুরির উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ করা হয় এবং শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য করা হয়। ফলে শ্রমিক শোষিত হয়। জার্মান দার্শনিক কার্ল মার্কস তার উধং ঈধঢ়রঃধষ বইতে উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্বে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, কীভাবে ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় পুঁজিপতি ও শ্রমিক শ্রেণির সৃষ্টি হয়। পুঁজিবাদ অর্থব্যবস্থায় শ্রমিক সর্বহারায় পরিণত হয়। মালিক শ্রেণি ন্যূনতম মজুরি প্রদান করায় ধনী আরো ধনী এবং গরীব আরো গরীব হয়, ফলে মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্ব তৈরি হয়।

উদ্দীপকের গণি মিয়া একজন বর্গাচাষী এবং তার ছেলের বাড়িওয়ালা ৮তলা বাসা ও ৩টি গার্মেন্টস এর মালিক। উপরের আলোচনায় আমরা দেখতে পাই পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় এই মালিক শ্রেণি কীভাবে শ্রমিকের উদ্বৃত্ত মূল্য গ্রাস করে। যার ফলে শ্রমিকের অবস্থার কোনো উন্নতি হয় না। যে কারণে সমাজে ধনী গরিবের ব্যবধান সৃষ্টি হয়।

পরিশেষে বলা যায়, 'পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার কারণেই গণি মিয়া ও তার ছেলের বাড়িওয়ালার এ ব্যবধান তৈরি হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৪ মি. 'ক' জন্ম থেকেই ঢাকায় থাকেন। পড়াশোনার জন্য গ্রাম থেকে আসা মি. 'খ'-এর সাথে মি. 'ক'-এর বন্ধুত্ব হয়। কোনো এক ছুটিতে তারা গ্রামে বেড়াতে আসে। মি. 'খ'-এর বাবার জমিজমা দেখে মি. 'ক' অবাক হয়ে যায়। কিছু দিন পর মি. 'ক' শুনতে পারে যে, মি. 'খ'-এর বাবা চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হয়েছেন। ◀ *শিখনফল: ৪*

ক. গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো কী? ১

খ. ভূমিহীন কৃষক বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে মি. 'খ' এর বাবার সামাজিক অবস্থা সামাজিক স্তরবিন্যাসের কোন ধরনকে প্রতিফলিত করে— ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকটি গ্রামীণ সামাজিক স্তরবিন্যাসের একটি খণ্ডিত চিত্র–মূল্যায়ন করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিরাজমান আর্থসামাজিক ব্যবস্থায় মানুষ ও সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণের প্রেক্ষিতে গ্রামে যে ক্ষমতার বণ্টন দেখা যায়, তাকে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো বলে।

খ গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায় যাদের জমির পরিমাণ ০.০৫ একর বা ৫ শতাংশ তাদের ভূমিহীন কৃষক বা দিনমজুর কৃষক বলা হয়। ভূমিহীন কৃষকরা ধনী ও প্রান্তিক কৃষকদের জমিতে শ্রম বিক্রির মাধ্যমে দিনাতিপাত করে থাকে। ফসলের মৌসুমের আগে ও পরে তারা ছোট ছোট কারখানায় শ্রম বিক্রি করে থাকে বা সরকারি কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচিতে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।

গ উদ্দীপকে মি. 'খ'-এর বাবার সামাজিক অবস্থা, সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধনী কৃষক শ্রেণিকে প্রতিফলিত করে।

গ্রামের মধ্যে যাদের ভূমি সবচেয়ে বেশি এবং ভূমির আয় দিয়ে ভরণপোষণ করার পর যাদের উদ্বৃত্ত তাকে, তাদের ধনী কৃষক বলা হয়। এদের অনেকেই আবার অন্যদেরকে ভাগে চাষ করতে দেয়। গ্রামের অনেক ধনী কৃষক আবার মহাজনী কারবার অর্থাৎ, ঋণপ্রদান বা বন্ধকী কারবারের সাথে জড়িত থাকে। গ্রামীণ রাজনীতিতেও ধনী কৃষকদের প্রভাব বিরাজমান। অনেকে গ্রামীণ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বার নির্বাচিত হন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, খ-এর বাবার অনেক জমি আছে এবং গ্রামীণ ইউনিয়ন পরিষদে চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হয়েছেন যা উপরে আলোচিত গ্রামীণ সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধনী কৃষক শ্রেণির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

পরিশেষে বলা যায় যে, উদ্দীপকের মি. খ-এর বাবার সামাজিক অবস্থায় ধনী কৃষকের সামাজিক অবস্থার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকটি গ্রামীণ সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধনী কৃষক বা ভূমির মালিকদের একটি খণ্ডিত চিত্র মাত্র।

সামাজিক স্তরবিন্যাসই গ্রাম সমাজের কাঠামোকে প্রস্ফুটিত করে থাকে। সামাজিক স্তরবিন্যাস গ্রামভেদে বিভিন্ন রূপ হতে পারে, তবে স্তরবিহীন সমাজ পাওয়া যাবে না।

উদ্দীপকে দেখা যায় খ-এর বাবার অনেক জমি। 'খ' পড়াশোনার জন্য শহরে আসে এবং সেখানে 'ক'-এর সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলে। 'খ"-এর বাবা গ্রামীণ সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধনী কৃষকের প্রতিনিধি। গ্রামের মধ্যে যাদের উদ্বৃত্ত থাকে। তাদের ধনী কৃষক বা ভূমির মালিক বলে। 'ক' একদিন জানতে পারে যে, 'খ'-এর বাবা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছে। 'খ'-এর বাবার চেয়ারম্যান হওয়া ধনী কৃষকের গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোতে নেতৃত্ব দেওয়াকে মনে করিয়ে দেয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, উদ্দীপকের মি. খ-এর বাবার সামাজিক অবস্থায় ধনী কৃষকের চিত্র স্পষ্ট এবং উদ্দীপকটি গ্রামীণ সামাজিক স্তর বিন্যাসের ধনীকৃষক বা ভূমির মালিকদের একটি খণ্ডিত চিত্র।

প্রশ্ন ▶ ৫ মোহাম্মদপুর গ্রামের আব্দুল কাদের মিয়া বেশ জমিজমার মালিক। তার জমিতে অনেক বর্গাচাষী চাষ করে। গ্রামের সবাই তাকে অত্যন্ত সমীহ করে। বিত্তশালী হওয়ায় গ্রামে তার আলাদা দাপটও রয়েছে। ◀ *শিখনফল: ৫*

ক. ভূমি মালিকানার ভিত্তিতে বাংলাদেশের গ্রাম সমাজে কয়টি শ্রেণি রয়েছে ও কী কী? ১

খ. বাংলাদেশের শহুরে সমাজের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর কোন উপাদানের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোতে টিকে থাকতে হলে কাদের মিয়াকে ভূমির পাশাপাশি অন্যান্য উপাদানকেও সক্রিয় রাখতে হবে।'— ব্যাখ্যা করো। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভূমি মালিকানার ভিত্তিতে বাংলাদেশের গ্রাম সমাজ তিন শ্রেণিতে বিভক্ত। এগুলো হলো: ১. ভূ-মালিক, ২. বর্গাচাষী কৃষক, ৩. ভূমিহীন কৃষক।

খ বাংলাদেশের শহুরে সমাজের প্রকৃতি গ্রামীণ সমাজের প্রকৃতি ভিন্নতর। বাংলাদেশের শহুরে সমাজের প্রকৃতিতে লক্ষ করলে দেখা যায়, শহুরে সমাজে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি, ধর্ম পেশা ও শ্রেণিগত বিভিন্ন, আবাসন সমস্যা, কর্ম জীবনে চাঞ্চল্য ও সঞ্চালনশীলতা, সামাজিক দুরত্ব, অণু পরিবারের আধিক্য, সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রকটতা, পরিবেশ দূষণ, উন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উপস্থিতি, প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার, শিল্প-কারখানার ব্যাপকতা, প্রভৃতি বিদ্যমান।

গ উদ্দীপকে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর যে উপাদানটির কথা বলা হয়েছে তা হলো ভূমি।

গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর অন্যতম উপাদান হলো ভূমি। গ্রামীণ ক্ষমতার একটি স্বাধীন উপাদান হিসেবে ভূমি মালিকানা সব গবেষকদের দৃষ্টিতেই অত্যন্ত গুরুত্ববহ। কেননা, ভূমি বাংলাদেশের গ্রামীণ সম্প্রদায়ের অন্যতম আর্থিক সম্পদ হিসেবে বিবেচিত। কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি বলেই গ্রাম সমাজে ক্ষমতা কাঠামোর প্রকৃতি গঠনে ভূমি সক্রিয় উপাদান হিসেবে ভূমিকা রাখে। বৃহৎ ভূমি মালিকানা মানেই বর্গাচাষী ও দিনমজুরদের বৃহৎ অংশের উপর নিয়ন্ত্রণ। ভূমি পরিবারের সামাজিক অবস্থান নিশ্চিত করার সাথে ভূমিলব্ধ উদ্বৃত্ত আয়ের পথও খুলে দেয়। ভূমি গ্রামের ব্যক্তি ও পরিবারের সামাজিক অবস্থান, মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করে। ফলে ভূমির মালিকানা ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। গ্রামীণ সমাজের ক্ষমতা কাঠামো ভূমির ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল।

উদ্দীপকে দেখা যায়, কাদের মিয়া অনেক জমির মালিক। তার জমিতে অনেক বর্গাচাষিও কাজ করে। গ্রামে তার আলাদা দাপটও রয়েছে। সুতরাং এ থেকে বোঝা উদ্দীপকে যায় গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো ভূমির কথা বলা হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর ভূমি উপাদানটির কথা বলা হয়েছে।

ঘ ক্ষমতায় টিকে থাকতে হলে কাদের মিয়াকে ভূমির পাশাপাশি অন্যান্য উপাদানকেও সক্রিয় রাখতে হবে এ বক্তব্যটি যথার্থ।

বাংলাদেশের গ্রামকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থায় ক্ষমতা কাঠামোতে ভূমি একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। বৃহৎ ভূমি মালিকানা গ্রামের বর্গাচাষী এবং দিনমজুরদের একটি বৃহৎ অংশের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে যেমন সহায়ক তেমনি ভূমিলব্ধ উদ্বৃত্ত আয়ের পথও খুলে দেয়। নিঃসন্দেহে ভূমি গ্রামীণ সামাজিক ক্ষমতা কাঠামোতে একটি পরিবারের সামাজিক অবস্থান নিশ্চিত করে কিন্তু তা দীর্ঘমেয়াদী হতে পারে ক্ষমতা কাঠামোর অন্যান্য উপাদানের উপস্থিতিতে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত কাদের মিয়া অনেক জমিজমা এবং প্রতিপত্তির মালিক। গ্রামের বর্গাচাষীদের ওপর তা প্রভাব যেমন আছে তেমনি তিনি গ্রামে বেশ সমীহ আদায়কারী ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত। তার এই পরিচিতি শক্তিশালী করতে ভূমির পাশাপাশি ব্যক্তিগত গুণাবলির বিকাশ, রাষ্ট্রের সাথে যোগসূত্র, ইউনিয়ন পরিষদের সাথে যোগসূত্র, শিক্ষা, আধুনিক প্রযুক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ, জনগণের সংগঠিত অংশসমূহকে নেতৃত্বদান প্রভৃতি উপাদানের উপস্থিতি থাকা জরুরী। কেননা গ্রামীণ সমাজের ক্ষমতা কাঠামোর প্রকৃতি নির্ণয়ে উল্লিখিত উপাদানগুলো ক্রিয়াশীল কারণ এগুলো পারস্পরিকভাবে ঘনিষ্ঠ।

যেহেতু, ভূমির মালিকানা গ্রামীণ সমাজে ব্যক্তির ক্ষমতা নির্দেশক তাই ভূমির সাথে সাথে ভূমি মালিকের অন্যান্য উপাদানগুলোও শক্তিশালী হওয়া জরুরী। অন্যথায় তার পক্ষে ভূমি সংরক্ষণ ও প্রতিপত্তি বজায় রাখা অসম্ভব হয়। এই গুণগুলোর সমন্বয়েই একজন ভূস্বামী প্রকৃত পক্ষে ক্ষমতাবান হিসেবে বিবেচিত হন।

তাই বলা যায়, গ্রামীণ সমাজের ক্ষমতায় টিকে থাকতে কাদের মিয়াকে ভূমির পাশাপাশি অন্যান্য উপাদানগুলোকেও সক্রিয় রাখা জরুরী।

সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

➤ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶৬ আব্দুল কাদের অনেক দিন পর তার গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছে। তার গ্রামের বাড়ি রূপনারায়ণপুর ইউনিয়নে। এই ইউনিয়নের প্রায় মানুষই কৃষক। তবে অন্য পেশার মানুষও আছে। কৃষিজীবীদের মধ্যে কারো জমি আছে কারো নেই। এখানে অনেকে জমি বর্গা দেন। আবার অনেকে জমি বর্গা নেন। তবে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যাও কম নয়। তার চাচা এই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান। *◀ শিখনফল: ৪*

ক. গ্রামীণ সমাজ কী? ১

খ. ক্ষমতা কাঠামো বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে আলোচিত ইউনিয়নে যে ধারণার প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে তার ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. উক্ত ইউনিয়নের ক্ষমতাভিত্তিক সামাজিক স্তরবিন্যাস বিশ্লেষণ করো। ৪